প্রেস রিলিজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাদ্রিদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে স্পেনের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ "ইউনিভার্সিটি অফ সান্তিয়াগো দে কম্পোস্তেলা'য় আজ একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিলঃ "Bangabandhu and Bangladesh getting closer to Spain".

স্পেন, এন্ডোরা ও ইকুয়েটরিয়াল গিনিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারোয়ার মাহমুদ, এনডিসি সেমিনারে উদ্বোধনী বক্তব্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা ও স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনির্বাণ স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, সংগ্রামমুখর জীবন ও জনগণের জন্য অপরিসীম আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকারের অসাধারণ কূটনৈতিক সাফল্যের বিষয়ে বলেন, "বঙ্গবন্ধু মানবতাবাদী মুক্ত পৃথিবীর বজ্রস্বর, বাংলাদেশ ও বাঙালির গর্বের আইকন এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী বিশ্বমানবতার উজ্জ্বল বাতিঘর। বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও দর্শন নিপীড়িত বিশ্বে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চলমান জনযুদ্ধে নিঃসীম প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের চিরায়ত পররাষ্ট্রনীতি—"Friendship to all, malice to none." বর্তমানের সংঘাতপূর্ণ বিশ্বপরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি আজও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আদর্শ বৈদেশিক সম্পর্ক নিরূপণের আলোকবর্তিকা"।

রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, "সুখী-সমৃদ্ধ যে বাংলাদেশ আজকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে উন্নয়নের বিস্ময়, এর মূল ভিত্তি রচনা করে গেছেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। উন্নয়ন-অর্থনীতিতে বাংলাদেশ বিশ্বের 'রোল মডেল'। এই অগ্রযাত্রায় স্পেন আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও বন্ধু।"

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরপরই যে ক'টি দেশ বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছিল, স্পেন তার অন্যতম। স্পেন বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানি-অংশীদার (Bangladesh's fourth largest export destination)। স্পেনে অবস্থানরত ৬০ হাজারেরও বেশী প্রবাসী বাংলাদেশী দুই দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছেন।

অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতির ক্ষেত্রে মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক গৃহীত ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করেন রাষ্ট্রদূত। তিনি বাংলাদেশের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে (SEZs) অবারিত বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও সরকার ঘোষিত বিবিধ প্রণোদনার সুযোগ গ্রহণের জন্য স্পেনীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করেন বরেণ্য ইতিহাসবিদ, বিদগ্ধজন ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এর Bangabandhu Sheikh Mujib Chair এর Chair Professor ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। এর প্রতিপাদ্য ছিল বাঙালির ইতিহাস, জাতি বিনির্মাণ ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অনন্য নেতৃত্ব।

সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অফ সান্তিয়াগো দে কম্পোস্তেলার রেক্টর Professor Dr. Antonio López, বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রদূত Arturo Pérez Martínez, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Inditex Chair of Spanish Language and Culture Professor Dr. Santiago Fernández Mosquera এবং স্পেনের University of Coruña'র Professor Dr. Pilar García de la TorreTorre.

এছাড়াও,সেমিনারে University of Coruña'র Profesor Dr. Evaristo Zas Gómez বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের অনবদ্য স্থাপত্যশৈলীর বিষয়ে একটি তথ্যবহুল ও মনোগ্রাহী আলোচনা উপস্থাপন করেন।

এছাড়া, সেমিনারে স্বাগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের Profesor Dr. José Virgilio García Trabazo ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা হিসেবে স্প্যানিশ ও বাংলার etymologycal সাদৃশ্য ও উদ্ভবগত অভিন্নতার ওপর একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

স্বাগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী, স্পেনের স্বনামধন্য থিংক ট্যাংকসমূহের রিসার্চ ফেলো এবং স্পেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেমিনারটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

জনকূটনীতির ক্ষেত্রে স্পেনে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণ ও 'বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং' এর লক্ষ্যে দূতাবাসের এধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

সান্তিয়াগো দে কম্পোস্তেলা, স্পেন
১০ মার্চ ২০২২।

(দীন মুহাম্মদ ইমাদুল হক)
কাউন্সেলর (রাজনৈতিক)

Calle Manuel Marañón 13, 28043, Madrid, Tel:(+34) 914019932,914023085, Fax:(+34) 914029564, E-mail: bdembm01@gmail.com, www.bangladeshembassy.es